ভোরের কাগজ NOV. 25 2000

পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৭

94

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত

দুর্নীতির অভিযোগে নিরাপত্তা ও পরিবহন পরিচালক বরখাস্ত

শাহাব উদ্দিন নীপু, চ.বি থেকে : দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-লঙ্ঘন এবং অনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ফায়দা হাসিলের দায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও নিরাপত্তা শাখার উপ-রেজিস্ট্রার মেজর (অব.) গাজী গোলাম কিবরিয়াকে উভয় পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। সিন্ডিকেটের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৩৬৩তম সভায় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৫ (খ) (১) ধারায় এ বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় অচল গাড়ির নামে তেল কিনে নিজের গাড়িতে ব্যবহারের অভিযোগে ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহনে নিয়োজিত চালক ও হেলপাররা আন্দোলন ও কর্মবিরতি পালনের হুমকি দিলে এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত কমিটির সংগৃহীত তথ্যে ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে, প্রাথমিক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং মেজর (অব.) গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে দ্বিতীয় আরেকটি কমিটি গঠিত হয়েছে। সূত্র জানায়, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড. মোঃ নুরুল মোস্তফাকে প্রধান করে ৪ সদস্যের এই কমিটির অপর তিন সদস্য হচ্ছেন- ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ আবু তাহের, সিন্ডিকেট সদস্য মোঃ জহিরুল হক মজুমদার এবং দর্শন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন আহমদ। দ্বিতীয় তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ যাতে প্রমাণিত না হয় সে জন্য ঐ কমিটির সদস্যদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও দুর্নীতির অভিযোগে পরিবহন অফিসের পরিচালকের পদ ছাড়তে হয়েছিল এই মেজর (অব.) গাজী গোলাম কিবরিয়াকে। সে সময় তাকে ডেপুটি রেজিস্ট্রারের পদ থেকে সহকারী রেজিস্ট্রারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান প্রশাসনের একটি অংশের সাথে 'সুসম্পর্কের' কারণে তিনি কেবল পুনরায় ডেপুটি রেজিস্ট্রারের পদ পুনরুদ্ধারই করেন না, বরং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিভাগের প্রধানের দায়িত্বও পান।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন ও নিরাপত্তা দপ্তরের পরিচালক পদে দ্রুত কোনো নিয়োগের সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, নিরাপত্তা শাখায় নিরাপত্তা কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া এবং পরিবহন শাখায় নির্বাহী প্রকৌশলী (অটোমোবাইল) ফরিদ আহমদ অনানুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গত রাতে মেজর (অব.) গাজী গোলাম কিবরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, সিন্ডিকেটে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি লিখিত কোনো নির্দেশ গতকাল পর্যন্ত পাননি। তার বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তকে 'সাজানো নাটকে তাকে বলি দেওয়া হয়েছে' বলে তিনি অভিহিত করেন।